

সারা ভারত বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা

All India Science and Rationalist Organisation (AISRO)



বিজ্ঞান ও যুক্তি মানব সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু বর্তমানে ভারত সহ বিশ্বের একাধিক দেশে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির ক্ষমতায়ন, ধর্মীয় মৌলবাদের ফলস্বরূপ অনিবার্য পশ্চাদগামিতা আর তার সাথে তাতে শাসক শ্রেণীর মদত সব মিলিয়ে বিজ্ঞাননির্ভর যুক্তিবাদ গুরুতরভাবে আক্রান্ত। প্রযুক্তিতে আমরা যদিও ক্রমশ উন্নতি করছি, কিন্তু বিজ্ঞানের যে দর্শন, তা আমাদের সমাজে কোনও বাস্তব সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সফলভাবে ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে না। সাধারণভাবে ধর্মীয় কুসংস্কার, প্রশ্নহীন আনুগত্য বা বিশ্বাস, কর্তৃত্ববাদী দর্শন, জাতিগত বিদ্বেষ, সামাজিক বৈষম্য এবং পুঁজিবাদী শোষণের মতো ধারণা ও প্রবণতাগুলি বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের বিরোধী। দক্ষিণপন্থী, ধর্মীয় মৌলবাদীরা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রায়শই বিজ্ঞান ও যুক্তির শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করে, এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির বিরোধিতাকারী ধারণা ও প্রবণতাগুলিকে প্রচার করে। এই আক্রমণগুলির ফলে সমাজে বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রতি আস্থা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ফলত মানুষের পক্ষে বিজ্ঞান ও যুক্তির উপর ভিত্তি করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে। এটি সমাজে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, এবং সামাজিক বৈষম্য ও শোষণের বিস্তার ঘটাতে সাহায্য করছে। এই পরিস্থিতিতে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে এবং বিজ্ঞান ও যুক্তির বিরোধিতাকারী ধারণা ও প্রবণতাগুলির বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ নিতে আমরা ২০ অগাষ্ট ২০২৩ 'সারা ভারত বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সংস্থা' সংগঠিত করেছি। আমাদের প্রত্যাশা ধারাবাহিক প্রগতির পথে চলা একটি বিশ্ব ব্যবস্থা, যেখানে মানুষ সহ সমগ্র জীবজগৎ আর প্রকৃতির যুক্তিসঙ্গত সামগ্রিক সহাবস্থান, সকলের বিকশিত হবার সমান সুযোগ এবং বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

দেশজুড়ে সকল বিজ্ঞান আন্দোলনকারী সংস্থাগুলির মূল উদ্দেশ্য সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও যুক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজের উন্নতি সাধন করা ইত্যাদি। তবে, বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের উদ্দেশ্যগুলিকে বিশেষভাবে ভারতে দক্ষিণপন্থী রাজনীতির ক্ষমতায়ন ও ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থানের প্রেক্ষাপটেও বিবেচনা করা হয়েছে। আমাদের পরিকল্পনা এখানে তুলে ধরা হল।

১) সাধারণ কুসংস্কার বিরোধিতা:

- ক) যাবতীয় কুসংস্কার ও অলৌকিকতা, ঈশ্বরতত্ত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মতত্ত্ব, নিয়তিবাদ ও জ্যোতিষ, জাতিভেদ, লিঙ্গভেদ, বর্ণভেদ, বৈষম্য, ভ্রান্ত ধর্মনিরপেক্ষতা, সর্বপ্রকার মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদের প্রসারে নিরন্তর কাজ করা হবে। এই প্রসারের কাজে সকল প্রকার বৈধ ও নৈতিক সাংগঠনিক প্রচার পদ্ধতি গ্রহণ করা হবে।
- খ) অলৌকিকতার দাবিদারদের বিরুদ্ধে তদন্ত ও তথ্য অনুসন্ধান করে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা হাজির করা হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তাদের চ্যালেঞ্জ করা হবে।
- গ) দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে চলা নানা কুসংস্কারমূলক, ধর্মীয় বিদ্বেষমূলক, গুজবধর্মী, সাম্প্রদায়িক নিপীড়নমূলক বা সংস্থার আদর্শ বিরোধী ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে সংগঠন উপযুক্ত প্রশাসনিক স্তরে ও গণমাধ্যমে প্রতিবাদ জানাবে এবং জনমত গঠন করবে।

২) আইন ও তার ব্যবহার:

- ক) কুসংস্কারবিরোধী আধুনিক ও যুক্তিসঙ্গত আইন প্রণয়ন করার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করা হবে।
- খ) অবিজ্ঞান, কুসংস্কার, বৈষম্য, অপচিকিৎসা, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট ইত্যাদির মদতদাতা আইনের বিরোধিতা করা হবে।
- গ) বিচার ও প্রশাসনিক স্তরে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের দাবি করা হবে এবং জ্যোতিষী ও অপচিকিৎসার শিকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ায় সহযোগিতা করা হবে।
- ঘ) রাষ্ট্রীয় জীবনে ভারতের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার, যেমন, সমতার অধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, বিজ্ঞানমনস্কতা প্রভৃতি বিষয়গুলিকে প্রকৃত অর্থে বাস্তবায়িত করার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

৩) পাঠ, বিশ্লেষণ ও তার প্রয়োগ:

- ক) বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ প্রসারের জন্য বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মতাদর্শ ও কার্যাবলীর ইতিহাস ও প্রয়োগ অধ্যয়ন করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ কীভাবে প্রসার লাভ করেছে তা জানা হবে এবং এই তথ্য ব্যবহার করে ভারতে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ প্রসারের জন্য উপযুক্ত কৌশল তৈরি করা হবে।
- খ) ভারত সহ উপমহাদেশের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ চর্চার ইতিহাস ও ঐতিহ্য অধ্যয়ন করা হবে। এর মাধ্যমে ভারতে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা হবে এবং তা ব্যবহার করে ভারতের বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ চর্চার ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে পুনর্মূল্যায়ন করা হবে।
- গ) সংস্থা বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে অনুসন্ধান, তথ্য সংকলন, সমাজ গবেষণা, ইতিহাস গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ে কাজ করবে এবং গবেষণালব্ধ তথ্য উপযুক্ত সাময়িকী, পত্রিকা ও পুস্তকে প্রকাশ করবে।
- ঘ) লোকবিজ্ঞান, লোক সংস্কৃতি, ইত্যাদির মধ্যে বস্তুবাদী ও যুক্তিবাদী উপাদানের অনুসন্ধান করে তার মধ্যে যতটা বিজ্ঞানসম্মত উপাদান আছে সেটার বিকাশের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হবে। যাঁরা এমন চর্চা করেন তাঁদেরকে আন্দোলনের মধ্যে আনার প্রয়াস করা হবে।
- ঙ) সমাজের বিভিন্ন রকম অবিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানবিরোধী উপাদানগুলিকে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ না করে বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের নানা ধারার অধীত জ্ঞানচর্চা ও জনমানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হবে।

৪) গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও তার প্রয়োগঃ

- ক) বৃহত্তর সমাজজীবনে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকাশে সচেতন থেকে বিরুদ্ধ মত, সংখ্যায় কম হলেও, গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে।
- খ) সংগঠনের কার্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ ও তার বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করা হবে।

৫) সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য ভাবনাঃ

- ক) বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে মানুষের জীবন জীবিকার সংগ্রামে সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মানুষের বেঁচে থাকা আর তার অগ্রগতির সংগ্রামের সঙ্গে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদকে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হবে।
- খ) কৃষক, কারিগর, কলকারখানার শ্রমিকদের নিজেদের সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের ভূমিকা নিয়ে তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ তুলে ধরে তাদের জন্য লেখা প্রকাশ, মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সহজ যোগাযোগ গড়ে তোলা হবে।
- গ) সমাজে নিম্নবর্গীয় বলে চিহ্নিত মানুষের বর্ণ ও জাত ভিত্তিক নিপীড়ন, অসম্মান ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে তাঁদের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে সংগঠন প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে। এই সংগ্রামের সাংস্কৃতিক চালিকাশক্তি হিসাবে বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিবাদ তার ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে।
- ঘ) সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ ও বিশেষত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গভীর ও বিস্তৃত ভাবে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটাতে উদ্যোগ নেওয়া হবে।
- ঙ) সমাজের সব রকম আরোপিত ভেদাভেদ যাদের শোষণের স্বার্থে সৃষ্টি ও পালন করা হয়েছে তাদের বিলুপ্তির লক্ষ্যে কাজ করা হবে।

৬) বিজ্ঞানশিক্ষা ও গবেষণাঃ

- ক) 'শিক্ষা সকল মানুষের মৌলিক অধিকার' - এটি প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠক্রম হবে আধুনিক, বিজ্ঞানসম্মত, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন ও প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ। এই বিষয় ও দাবিগুলি সংস্থার কার্যক্রমের অন্যতম ভিত্তি হবে।
- খ) অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে বর্তমান বিশ্বে এবং ভারতেও বিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার মূল ভিত্তি মুনাফা সৃষ্টি ও যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ। এর বিরুদ্ধে সমাজের অগ্রগতির জন্য মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির দাবিতে জনমত গঠন করা হবে।
- গ) শ্রমজীবী মানুষ ও তাঁদের সন্তানদের উৎকৃষ্ট জ্ঞানচর্চার ও বিজ্ঞান গবেষণার সুযোগ পাওয়া এবং লোকেয়ত মানুষদের জ্ঞান বিজ্ঞানে বুৎপত্তি ও প্রযুক্তির উদ্ভাবনের ঘটনাগুলিকে প্রকাশ্যে এনে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট কর্মসূচি নেওয়া হবে।

৭) পরিবেশের আসল সঙ্কট ও তার প্রতিকারঃ

- ক) বর্তমান বিশ্বে এবং আমাদের দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমাহীনভাবে লুণ্ঠন করে বিপুল পরিমাণে মুনাফা তৈরি করা হচ্ছে। গোটা বিশ্বকে পণ্য সংস্কৃতি ও ভোগসর্বস্ব মানসিকতার শিকারে পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে গোটা পৃথিবীতে মানুষ সহ সমস্ত জীবজগত ও সামগ্রিক প্রকৃতি অস্তিত্বের সঙ্কটের সম্মুখীন। প্রকৃতির এই অব্যাহ লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে, পরিবেশ ও পরিবেশ আন্দোলন নিয়ে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীতে পরিবেশের সকল উপাদানের মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ যৌক্তিক সহাবস্থানের লক্ষ্যে জনমত ও আন্দোলন সংঘটিত করা হবে। বিজ্ঞানসম্মত ও সুস্থায়ী পরিবেশচিত্তার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী আন্দোলন প্রসারিত হতে থাকবে।

৮) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসাঃ

- ক) চিকিৎসার নামে ঝাড়ফুঁক, নানা রকম অবিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে জনমত গঠন ও প্রতিরোধ করা হবে।
- খ) আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় আমাদের দেশ ও সারা বিশ্বের মুনাফালোভী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।
- গ) সকলের জন্য স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দের দাবিতে জনমত গড়ে তোলা হবে।
- ঘ) মরণোত্তর চক্ষুদান, দেহদান ও অঙ্গদান আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করা হবে।

৯) অন্যান্য সংগঠনের সাথে সমন্বয়ঃ

- ক) জ্ঞানচর্চার নামে নানা অবৈজ্ঞানিক বিষয়, ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডারের নামে অবিজ্ঞানের প্রচার, ইতিহাস বিকৃতি ইত্যাদির বিরোধিতা করার জন্য বিজ্ঞানী, প্রাজ্ঞ সমাজকর্মী, গবেষকদের মধ্যে সমন্বয় করে তাঁদের নেতৃত্বে প্রতিবাদ পত্র পাঠানো এবং অন্যান্য কর্মসূচি নেওয়া হবে। তাঁদের নিজ নিজ বিষয়ের উপর সহজবোধ্য ভাষায়, যতটা সম্ভব স্থানীয় ভাষায় লিখতে অনুরোধ করা হবে।
- খ) সম মনোভাবাপন্ন অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই উদ্যোগগুলি সমাজে বিজ্ঞান ও যুক্তির প্রতি আস্থা বাড়াতে এবং একটি বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গড়ে তুলতে বিশেষ সহায়তা করবে। আপনাকেও এই লক্ষ্যে আমাদের সাথে যোগদান করে আমাদের বিভিন্ন কার্যাবলীতে আপনার মূল্যবান অবদান রাখতে আহ্বান জানাচ্ছি।

যোগাযোগঃ ইমেলঃ aisro.org.in@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.aisro.org.in, ফেসবুক পেজঃ facebook.com/aisro.org.in

ফোন নম্বরঃ ৯৭৩২৮৩৪৩৮৮ (গণেশ ঘোষ), ৮৬১৭৫৬৫০৪৪ (দীপক চক্রবর্তী), ৮৬১৭৬০৯৩৫৩ (অনুরণ দাস), ৯২৩১৫৪৯১১৯ (সুভাস্ত দাস)

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ শ্রমলক্ষী কলোনী, অশোকনগর, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন কোডঃ ৭৪৩২২২, পশ্চিমবঙ্গ

অশোকনগর শাখাঃ ৯৭৩২৫২৩০৫০, চাকদহ শাখাঃ ৯৭৩৩৫২৫৫৭৯, হলিশহর শাখাঃ ৮৯১০১০০৭৯১, বনগাঁ শাখাঃ ৯৭৩২৯২৯২৬৩,

নবদ্বীপ শাখাঃ ৮১০১৮০৮৭০৭, শ্রীরামপুর (নদীয়া) শাখাঃ ৯৭৩৩০৫৫২০৪, মদনপুর শাখাঃ ৯৯৩৩৫৯৮১৯৮, শ্যামনগর শাখাঃ ৮৯৬১১৭৯০২৩